আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠী: জীবিকা, জীবনযাত্রার ব্যয় ও শিশুদের লেখাপড়া

বিস্তারিত রয়েছে চতুর্থ পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী: চরম আবহাওয়া নিয়ে উদ্বেগ, প্রশ্ন ও আবেদন

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ২ × রবিবার, ২৫ মার্চ ২০১৮

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই ছোট রিপোর্টটির উদ্দেশ্য হল রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া মতামতগুলির সারাংশ বিভিন্ন বিভাগগুলিকে দেওয়া যাতে তারা কমিউনিটিগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি মাথায় রেখে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই সংস্করণে দেয়া তথ্যের মধ্যে আছে ব্র্যাক এবং সেভ দ্য চিলড্রেনের সংগ্রহ করা কমিউনিটির মতামত সংক্রান্ত ডাটা। সেই সাথে এতে আছে সেই সমস্ত তথ্য যা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনদের সাথে কথাবার্তা বলে, কমিউনিটি ফোকাস গ্রুপে আলোচনা করে এবং বাংলাদেশ বেতার ও রেডিও নাফে ইউনিসেফের সহায়তায় আয়োজিত লাইভ রেডিও অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের ফোন করে জানানো মতামত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই কাজটি IOM, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এটির অর্থ সংস্থান করছে ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

চরম আবহাওয়া সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের মতামত

এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল চরম আবহাওয়ার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে রোহিঙ্গা কমিউনিটির মধ্যে কি কি প্রশ্ন, আশঙ্কা এবং অনুরোধগুলি নিয়ে আলোচনা চলছে সেগুলো বহু-বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করা।

একদিকে যেমন কিছু রোহিঙ্গা মানুষের মাঝে চরম আবহাওয়া কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে (যার থেকে মনে হয় তারা আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানেন), অন্যদিকে অন্যান্যরা বাংলাদেশের আবহাওয়া মায়ানমারের আবহাওয়া থেকে কতটা আলাদা তা নিয়েও জিজ্ঞাসা রয়েছে। তথ্য জানার ক্ষেত্রে প্রধান যে অভাব নজরে এসেছে সেটি হল চরম আবহাওয়া জনিত কোনও দুর্যোগের আগে, সেটা চলাকালীন এবং তার পরে মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলির থেকে কি ধরনের সেবা দেওয়া হবে সেই সম্পর্কে।

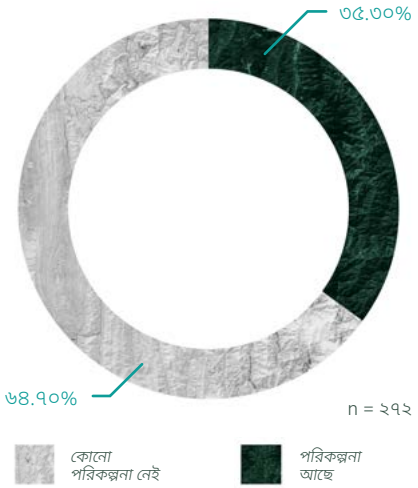

রোহিঙ্গাদের মধ্যে যারা আসন্ন বর্ষায় তাদের পরিবারের কি কি ঝুঁকি রয়েছে তা জানেন এবং যাদের ঝুঁকিগুলির জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার **পরিকল্পনা আছে/পরিকল্পনা নেই**।

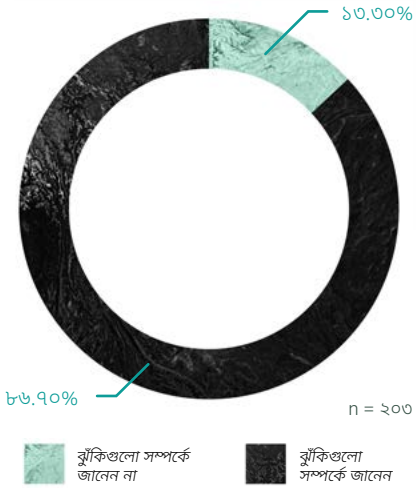

রোহিঙ্গাদের মধ্যে যাদের আসন্ন বর্ষায় তাদের পরিবারের যে ঝুঁকিগুলি রয়েছে সেগুলির জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই যদিও তারা ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে **জানেন/জানেন না**।

বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৯০%) আসন্ন বর্ষাকাল, কালবৈশাখী এবং ঝড়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানেন। যে চারটি সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা রয়েছে সেগুলি হল বন্যা (২৪% মানুষ উল্লেখ করেছেন), ভূমি ধ্বস (২২%); প্রবল হাওয়ায় শেল্টারের ক্ষয়ক্ষতি (১৭%); এবং বর্ষার পানি শেল্টারে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা। যদিও রোহিঙ্গারা আসন্ন বিপদগুলি সম্পর্কে জানেন, তাদের মধ্যে খুব কম মানুষজন (মাত্র ৩৩%) সেগুলির জন্য কোনো প্রস্তুতির পরিকল্পনা করেছেন।

তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা

রোহিঙ্গাদের তথ্যের খুব বেশি প্রয়োজন রয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ (৪০.১%) জানেন না যে বর্ষার জন্য তাদের থাকার জায়গাকে কিভাবে নিরাপদ করবেন। মানবিক সেবা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির পাশাপাশি কোথা থেকে আরও তথ্য পাওয়া যাবে সেই সম্পর্কেও রোহিঙ্গাদের মনে প্রশ্ন রয়েছে।

> “ঘূর্ণিঝড় আসছে সেটা আমরা কিভাবে জানতে পারবো?”
>
> - মহিলা, ৪৫, ময়নারঘোনা

> “ঘূর্ণিঝড়ের সময় কোন জায়গায় থাকা নিরাপদ সেটা কিভাবে জানতে পারবো?”
>
> - মহিলা, ২০, উনচিপ্রাং

চরম আবহাওয়ার জন্য যে সহায়তাগুলির অনুরোধ করা হয়েছে এবং যে জিনিসগুলি তৈরি রাখতে হবে

৪০.১% উত্তরদাতা জানেন না যে তাদের ঘরকে বর্ষার জন্য কিভাবে আরও নিরাপদ করা যায়। কিছু মানুষ (২৩.৮%) জানিয়েছেন যে যদিও তাদের কালবৈশাখীর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু অর্থাভাবের কারণে তারা সেগুলি করেননি। প্রায় ১৯% জানিয়েছেন যে তাদের নিজেদের শেল্টারগুলো আরও মজবুত করার পরিকল্পনা ছিল। বহু রোহিঙ্গা চরম আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে কোথা থেকে জিনিসপত্র পেতে পারেন সেই সম্পর্কে নির্দিষ্ট অনুরোধ এবং প্রশ্ন তুলেছেন। শেল্টার বানানোর জিনিসপত্রের (বাঁশ, কাঠ, তেরপল, দড়ি) জন্য প্রচুর অনুরোধ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে অনেকে বর্ষায় ব্যবহার করার জন্য শুকনো খাবার, টর্চ ও ল্যাম্পের অনুরোধ জানিয়েছেন। পাশাপাশি আবহাওয়া সম্পর্কে সতর্কবার্তা দেওয়ার জন্য ক্যাম্পে থাকা মসজিদগুলি ব্যবহার করার অনুরোধ করা হয়েছে এবং কিছু রোহিঙ্গা চরম আবহাওয়া যাতে যোগাযোগ রাখা যায় সেজন্য হাত-মাইক এবং রেডিওর অনুরোধ জানিয়েছেন।

> “ঘূর্ণিঝড়ের সময় আমাদের থাকার জন্য একটা নিরাপদ জায়গা দরকার। আমরা কোথা থেকে বাঁশ, কাঠ আর তেরপল/পলিথিন পেতে পারি?”
>
> - মহিলা, ৩২, বালুখালি এমএস

> “আমাদের কয়েকটা হাত-মাইক দিন যাতে কালবৈশাখী বা ঘূর্ণিঝড় আসার আগে সবাইকে জানাতে পারি”
>
> - মহিলা, ২৫, কুতুপালং আরসি

> “ঘূর্ণিঝড় এলে শুকনো খাবার বিতরণ করতে হবে। আমাদের কি কি দেওয়া হবে আর আমরা কি খাবো?”
>
> - মহিলা, হাকিমপাড়া

কুতুপালং ক্যাম্প
সূত্র: বিবিসি মিডিয়া এ্যাকশন

মানবিক সেবাগুলি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব

মোটের ওপর এই বিষয়টি নিয়ে আশঙ্কা এবং বিভ্রান্তি রয়েছে যে চরম আবহাওয়া জনিত দুর্যোগ চলাকালীন, তার আগে এবং পরে কোন ধরনের মানবিক সেবাগুলি প্রদান করা হবে। রোহিঙ্গারা বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া (গরম, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমি ধ্বস, কালবৈশাখী) নিয়ে আশঙ্কায় আছেন। পরিষ্কার খাওয়ার পানি এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা; সেই সঙ্গে দুর্যোগে ঘর ভেঙে গেলে শেল্টারের জায়গা এবং বানানোর জিনিসপত্র পাওয়া নিয়ে বিশেষভাবে মানুষের মনে আশঙ্কা রয়েছে। কিছু মানুষ (৯%) এটাও বলেছেন যে কিভাবে এনজিও বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা পেতে পারেন, কিভাবে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এবং ভূমি ধ্বসের মোকাবেলা কিভাবে করতে হবে তা জানা প্রয়োজন।

> ঘূর্ণিঝড়ের সময় কি রেশন দেওয়া বন্ধ করে দেয়া হবে?"
>
> - মহিলা, ২২৪, চাকমারকুল

> ঝড়ের পরে দূষিত হাওয়া আর জলের কারণে রোগভোগ ছড়ালে আমরা কি সাথে সাথেই চিকিৎসা আর ওষুধপত্র পাবো?"
>
> - মহিলা, ২৬, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

সাইক্লোন সেন্টার এবং নিরাপত্তা

সাইক্লোন সেন্টার তৈরি করা হবে কিনা তা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। কিছু রোহিঙ্গা মনে করছেন ঝড়ের জন্য শেল্টার তৈরি করা হবে এবং তারা বাসা ছেড়ে সেখানে আশ্রয় নিতে পারবেন। অন্যান্য রোহিঙ্গারা দুশ্চিন্তায় ভুগছেন কারণ তারা কোন সাইক্লোন সেন্টারে যাবেন তা জানেন না। কিভাবে নিরাপদ থাকা যায় এবং ভূমি ধ্বস বা চরম আবহাওয়া দেখা দিলে কোথায় যাবেন সেই নিয়ে মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষত শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিরাপত্তা নিয়ে মানুষেরা দুশ্চিন্তায় আছেন।

> চেনাশোনা মানুষজন আমাদের বাচ্চাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে চাইলে তাদের যেতে দেওয়া কি ঠিক হবে?"
>
> - মহিলা, ২০, উনচিপ্রাং

> আমরা কোনো শেল্টার/সাইক্লোন সেন্টারে গেলে সেখানে কি আমাদের খাবার দেওয়া হবে?"
>
> - মহিলা, ৩০, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

> আমাদের জন্য যে ঘর বানানো হয়েছে সেগুলো মজবুত না। অল্প বাতাসেই চাল নড়তে শুরু করে, তাই ঘূর্ণিঝড় হবে ভাবলেই ভয় লাগছে। গর্ভবতী মহিলা, বাচ্চা এবং বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিরাপদ রাখার জন্য এমন মজবুত ঘর তৈরি করা দরকার যা দুর্যোগে ভেঙে পড়বে না। আমাদের ক্যাম্পে ঝড়ের জন্য কোনও শেল্টার নেই: আমাদের একটি শেল্টার দরকার।"
>
> - পুরুষ, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

তথ্যসূত্র:

পরিমাণগত তথ্যগুলি সেভ দ্য চিলড্রেন কর্তৃক পরিচালিত বিতরণ-পরবর্তী সমীক্ষার অংশ হিসেবে সংগ্রহ করা তথ্য থেকে সংগৃহীত। এই সমীক্ষায় মোট ১১৩ জন পুরুষ এবং ১৯০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গুনগত বিশ্লেষণ ৮০০ ব্র্যাক রোহিঙ্গা কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের সংগ্রহ করা কমিউনিটির মতামতের (৫২৬৩টি দাখিলা) ভিত্তিতে করা হয়েছে। মতামতগুলি ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। মোট ১২১১ জন পুরুষ এবং ৪০৫২ জন মহিলা চরম আবহাওয়া সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন এবং আশঙ্কাগুলি নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন। সেই সাথে সেভ দ্য চিলড্রেনের সংগ্রহ করা তথ্যের মাধ্যমে গুনগত বিশ্লেষণ ট্রায়াঙ্গুলেট করা হয়েছে।

শ্রোতাদলের প্রতিক্রিয়া

আবহাওয়া সম্পর্কে দুশ্চিন্তার পাশাপাশি শ্রোতা দল অন্যান্য সেই সব বিষয়গুলি সম্পর্কে ফিডব্যাক পাঠাচ্ছেন যেগুলি নিয়ে ক্যাম্পের মধ্যে আশঙ্কা এবং দুশ্চিন্তা রয়েছে। এই মুহূর্তে অন্যান্য যে সাধারণ সমস্যাগুলি তুলে ধরা হচ্ছে:

- পরিষ্কার খাওয়ার পানির অভাব – এটি একটি গুরুতর সমস্যা কারণ বেশিরভাগ অগভীর নলকূপের পানি শুকিয়ে গেছে।
- গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে না জানা, বিশেষত গর্ভাবস্থায় বিপদ চিহ্ন, গর্ভাবস্থা চলাকালীন ও তার পরবর্তী সেবাসমূহ, বৈচিত্র্যময় খাবারদাবার এবং গর্ভাবস্থায় কি করা উচিৎ এবং কি করা উচিৎ নয়।
- নিউমোনিয়া নিয়ে আশঙ্কা – অল্প বয়সী শিশুদের বাবা-মায়েরা বিশেষভাবে আসন্ন গরমকাল এবং বর্ষায় কিভাবে তাদের শিশুদের সঠিক যত্ন নেবেন তা জানতে আগ্রহী।
- মানুষ রোগের কারণ এবং লক্ষণগুলি সম্পর্কে না জানার দুশ্চিন্তা সম্পর্কে জানিয়েছেন – তারা বিশেষভাবে ডিপথেরিয়া এবং এইচআইভি/এইডস উল্লেখ করেছেন।

আশ্রয়দাতা কমিউনিটি: জীবনযাপনের খরচ, জীবিকা এবং শিক্ষা নিয়ে আশঙ্কায় আছেন

সরকারি বেতার সম্প্রচারকারী - বাংলাদেশ বেতারের কক্সবাজার স্টেশন ইউনিসেফের সহযোগিতায় প্রতি মাসে কমিউনিটির সঙ্গে আলোচনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে যাতে আশ্রয়দাতা কমিউনিটি স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানটি উখিয়াতে রেকর্ড করা হয়েছিল এবং এটি থেকে আশ্রয়দাতা কমিউনিটি এই মুহূর্তে যে বিষয়গুলি নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন সেগুলি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

> আপনারা সকলে ৭০০,০০০ রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষদের কথা বলছেন, কিন্তু কেউ তার সাথে যে আরো হাজার হাজার মানুষ এসেছেন (ত্রাণ কর্মী) আর তাদের সাথে যে বাড়তি গাড়িগুলি নিয়ে এসেছেন, সেগুলির কথা বলছেন না। তাদের সাথে যে বাড়তি বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসছেন সেই সম্পর্কে আপনাদের সকলকে ভাবতে হবে। আমি বিশেষভাবে আসন্ন বর্ষাকাল নিয়ে চিন্তিত। এখানকার বেশিরভাগ রাস্তা শুধুমাত্র স্থানীয় যানবাহনের জন্য নির্মিত, ভারী ত্রাণের ট্রাকের জন্য নয়। আগামী বর্ষায় স্থানীয় পরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়তে পারে।"
>
> - পালংখালি ইউনিয়নের পুরুষ, উখিয়া, কক্সবাজার

রোহিঙ্গাদের আগমনের শুরুর দিকে আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) কমিউনিটি তাদের সহায়তা করলেও এখন পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কারণ বর্তমানে তাদের নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আশ্রয়দাতা কমিউনিটির মধ্যে প্রধানত যে আশংকাগুলি দেখা দিয়েছে তার অন্যতম হল জীবনযাপনের খরচ বেড়ে যাওয়া। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেশ অনেকটা বেড়ে যাওয়া, সেই সঙ্গে যাতায়াতের খরচ এবং বাড়ির ভাড়া বেড়ে যাওয়ার ফলে তারা অত্যন্ত সমস্যায় পড়েছেন। এছাড়াও আশ্রয়দাতা কমিউনিটির শ্রমজীবী মানুষদের একটি বড় অংশ, বিশেষত দিন মজুররা শ্রম বাজারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এর পিছনে আছে আশ্রয়দাতা এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটির মধ্যে মজুরির ব্যবধান। এর প্রধান কারণ হল আগে আশ্রয়দাতা কমিউনিটিতে যে বাজার দর ছিল, এখন রোহিঙ্গারা তার চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করতে রাজি হচ্ছেন।

অন্যান্য যে সমস্যাগুলি সম্পর্কে জানানো হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, অগণিত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে মানুষজনের জমি হারানো, এর মধ্যে কৃষিভূমিও রয়েছে। শিক্ষাও আশঙ্কার একটি প্রধান বিষয়: স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ এখন অনেক ছাত্রছাত্রীই স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে ক্যাম্পের এলাকার মধ্যে ও তার আশেপাশে কাজ করা শুরু করেছে। বহু অস্থায়ী শিক্ষক কাজ ছেড়ে বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থার সাথে কাজ করছেন। এমনকি, এই সংকটে যে বিভিন্ন সংস্থাগুলি সহায়তা দিচ্ছেন তারা কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিল্ডিংও ব্যবহার করছেন যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা সেখানে যেতে পারছে না। কিছু বাবা-মা তাদের স্কুল পড়ুয়া সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কারণ রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা খুব বেশি বেড়ে গেছে এবং রাস্তার কাছাকাছি এলাকায় ভিড় খুব বেশি থাকে।

কুতুপালং ক্যাম্পে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান
সূত্র: বিবিসি মিডিয়া এ্যাকশন

> যদি কোনও রোহিঙ্গা আমার জমিতে তাঁবু খাটাতে শুরু করে আর আমি যদি তাদের বারণ করি তাহলে তারা সেনাবাহিনী বা পুলিসকে গিয়ে বলে যে আমি টাকা চেয়েছি। তখন সেনাবাহিনী বা পুলিস এসে আমাকে মারধর করতে শুরু করে। এমনকি তারা কোনো তদন্ত না করেই আমাদের গ্রেপ্তার করে। নিজের জায়গাতেই আমরা অবহেলিত বোধ করছি।"
>
> – পুরুষ, পালংখালি, উখিয়া, কক্সবাজার